জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব সবখানে

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যর সাথে সমন্বয় করার নামে দেশেও তেলের দাম বাড়ানো হলো। বিপিসির এই হঠকারি সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েতে শুরু করেছে সবখানে। অন্তত তিন মাস পর্যবেক্ষণ করার পর দাম বাড়াতে পারতো বিপিসি এমনটি বলছেন বিশ্লেষকরা।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২ টার পর ডিজেল ও কেরোসিন লিটার প্রতি ৬৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮০ টাকা। ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করায় সারাদেশে পরিবহন লঞ্চ মালিকরা ধর্মঘট পালন করেছেন। এ ধর্মঘট তেলের দাম কমানো, নাকি পরিবহনের ভাড়া বাড়ানো তানিয়ে কোন দাবি তোলা হয়নি। তারা বলছে দাম কমিয়ে ভাড়া সমন্বয় করার কথা। অথচ ধর্মঘট চলছে, জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়েই চলছে। গত সাতবছর তেলের দাম বিশ্ববাজারে কম থাকায় সরকার ৪০ হাজার কোটি লাভ করেছে। অথচ গেল পাচ মাসে তেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় সরকার একলাফে লিটার প্রতি ১৫ টাকা বৃদ্ধি করেছে। তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে প্রতিটি ক্ষেত্রে।
ইতোমধ্যে পণ্যবাহী পরিবহনগুলো ১০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল মেহেরপুর থেকে সিলেটের ভাড়া ছিলো ৩০ হাজার টাকা, এখন ৪৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। আসন্ন বোরো মৌসুমে ধানের আবাদে প্রচুর সেচ লাগে সেখানেও মাত্রাতিরিক্ত হারে খরচ বেড়ে যাবে। তবে অকটেনের দাম ৮৯ টাকা ও পেট্রলের দাম আগের মতোই প্রতি লিটার ৮৬ টাকা থাকছে।
দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সরকার বলছে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ক্রমবর্ধমান। বিশ্ববাজারে ঊর্ধ্বগতির কারণে পাশের দেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ জ্বালানি তেলের মূল্য নিয়মিত সমন্বয় করছে। গত ১ নভেম্বর ভারতে ডিজেলের বাজারমূল্য প্রতি লিটার ১০১.৫৬ রুপি বা ১২৪ টাকা ৪১ পয়সা ছিল, অথচ বাংলাদেশে ডিজেলের মূল্য গতকাল পর্যন্ত প্রতি লিটার ৬৫ টাকা ছিল, অর্থাৎ ভারতের তুলনায় লিটারপ্রতি ৫৯ টাকা ৪১ পয়সা কমে বিক্রি হচ্ছিল।

দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আরও বলা হয়েছে, বর্তমান ক্রয়মূল্য বিবেচনা করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ডিজেল লিটারপ্রতি ১৩.০১ এবং ফার্নেস অয়েল লিটারপ্রতি ৬.২১ টাকা কমে বিক্রি করায় প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। চলতি

বছরের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্য বর্তমান মূল্যে সরবরাহ করায় সংস্থার মোট ৭২৬.৭১ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ২৪ এপ্রিল গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়েছিল। সেই সময় ডিজেলের দাম ৬৫ টাকা, কেরোসিনের দাম ৬৫ টাকা, অকটেনের দাম ৮৯ টাকা ও পেট্রলের দাম ৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এর আগে ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মূল্য সমন্বয়ের সময় বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তখন প্রতি লিটার অকটেন ৯৯ টাকা এবং পেট্রল ৯৬ টাকা, কেরোসিন ও ডিজেল ৬৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সাথে সাথেই দেশে দাম বাড়ানো ঠিক হয়নি। অন্তত তিন মাস সময় সেই দাওম প্রভাব দেশে আসতে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে যখন কমবে তখন সাথে সাথেই দাম কমানো উচিৎ হবে। কিন্তু আমাদের কখনোই দাম কমানো হয়না। ফলে জনগণের বড় একটি অংশ এ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন। সরকারের উচিত হবে আন্তর্জাতিক বাজার মনিটরিং করা এবং একই সঙ্গে দেশের তেলের দাম যেটা ছিল তা অপরিবর্তিত রাখা।

সড়কে রেসের দৌরাত্ম্য থামাতে হবে

গত সোমবার সন্ধ্যা রাতে মুজিবনগর কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকে মোটরসাইকেল নিয়ে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন চাঁদ মিয়া নামের এক যুবক। নিহত ওই যুবকের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। ঝোঁকের বসে রেসিংয়ে নেমে তরতাজার একটি প্রাণ হারালো যুবক। সাথে নি:স্ব করলো তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী ও স্বজনদের। ওই যুবকের মৃত্যুতে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা একমাত্র তার পরিবারই বুঝতে পারছে। এ অবস্থায় কারো কোন সান্তনাই ওই পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ পড়ে জানা গেছে, মাঝে

মধ্যে ফারসি নামের এক যুবক রেসিং প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন রেটে এ প্রতিযোগীতা হয়। প্রতিযোগীতায় যে প্রথম হবে সে নির্দিষ্ট পরিমান পুরস্কার হিসেবে অর্থ পাবে। বাকিরা ওই অর্থ পরিশোধ করবে। ফারসির ওই ফাঁদে পড়ে সেদিন জীবন হারালেন চাঁদ মিয়া। মাত্র কয়েকশ টাকার জন্য এমন আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন।

ঘটনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের সৌদি প্রবাসী মুজিবুর রহমানের ছেলে ফারসী , ইয়ার আলী ছেলে মহাব্বত আলী, ফরিকুল ইসলামের ছেলে সরিন এই তিনজন প্রায় রেস এর আয়োজন করে।
রেসে অংশ নিয়ে চাঁদ মিয়া ও রিজো রাধাকান্তপুর গ্রাম থেকে একটি ডিসকভারি মোটরবাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলো। মুজিবনগর গেটের কাছে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সরাসরি কমপ্লেক্স গেটের সাথে ধাক্কা দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পরে তার মৃত্যু হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকে রেস আয়োজনকারী ওই তিন জন আত্মগোপনে রয়েছেন।

জানা গেছে, সদর উপজেলার বন্দর পিটিআই মোড় থেকে চকশ্যামনগর পর্যন্ত সর্ট রেস এবং একই সড়কের মুজিবনগর গেট পর্যন্ত লং রেস এবং মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডের কলেজ মোড় থেকে দিনদত্ত ব্রিজ পর্যন্ত এই দুটি রাস্তাতে এই মোটরসাইকেল রেস হয়ে থাকে। সর্ট রেস ৫শ থেকে এক হাজার টাকা এবং লং রেস ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা টাকা পর্যন্ত প্রাইজমানি থাকে। প্রতিযোগীরা এই পরিমান টাকা জমা দিয়ে রেসে অংশ নিতে পারে কিন্তু প্রথম স্থান অধিকারী এই পুরস্কার পেয়ে থাকে। তবে পুলিশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এ ধরণের কোন তথ্য মেহেরপুর পুলিশের কাছে নেই। মেহেরপুরের ট্রাফিক অফিস থেকে জানা গেছে, গতমাসে অভিযান চালিয়ে শুধু মোটরসাইকেলের মামলা হয়েছেয় ২২৮টি। চলতি মাসের আজ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ২০০।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেছেন, অল্প বয়সি ছেলেদের মোটরসাইকেল কিনে দিয়ে বাবা মা আত্মঘাতী সিন্ধান্ত নিচ্ছেন। সড়কের পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং মামলা দেওয়া সত্তেও মাঝে মধ্যে হৃদয় বিদারক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনা রোধে অভিভাবকসহ সমাজের সচেতন মহলকে কার্যকর ভুমিকা রাখতে হবে।

পুলিশ সুপারের সাথে একমত পোষন করে তাঁকে আহবান জানাচ্ছি অভিভাবকদের সচেতন করার পাশাপাশি অভিযান বাড়াতে হবে। ট্রাফিক

আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনায় কোন পক্ষের অভিযোগ না থাকলেও তা আইনের আওতায় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফারসির মত যারা এ ধরণের রেসের আয়োজন করে মূলত রাজপথে মৃত্যুর মিছিলের আয়োজন করছেন তাদের দৌরাত্ম্য থামাতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কোভিড-১৯ পরবর্তি শিশুদের ক্ষতি ও করণীয়

কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর পড়াশোনা ব্যাহত হেেয়েছ বলে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ১৯ অক্টোবর ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো এশিয়ায় শিক্ষা খাতের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও মোকাবিলা কার্যক্রম বিষয়ক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (সিটিএন রিপোর্ট) প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনের বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উপর এ পর্যালোচনা করে তা এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটিতে শিশুদের পড়াশোনার ওপর কোভিডের প্রভাব ও তা মোকাবিলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের গৃহিত কর্মসূচী ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়। দির্ঘ সময় ধরে স্কুলগুলো বন্ধ থাকায় বেশকিছু ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করা গেছে সে বিষয়গুলো প্রতিবেদনে গুরত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কি কি করণীয় সে বিষয়েও প্রতিবেনটিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ভয়াবহ পরিণতি গুলোর মধ্যে রয়েছে-পড়াশোনার ক্ষতি, মানসিক দুর্দশা, স্কুলের খাবার ও নিয়মিত টিকা না পাওয়া, কাঠামোগত শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি, শিশুশ্রম ও বাল্য বিয়ে বৃদ্ধি। এই ভয়াবহ পরিণতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অসংখ্য শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং আগামী বছরগুলোতে তা ভুগিয়ে তুলবে।

ইউনিসেফের এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে মহামারির কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দু’জনের কাছে দূরশিক্ষণ সেবা পৌঁছানো যায়নি। বস্তুগত সম্পদ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তার অভাব ছাড়াও এই কঠিন সময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং অনেক কন্যাশিশুর দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণে উল্লেখযোগ্য আরও যেসব বিষয় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব, গৃহস্থালীর কাজ করার চাপ বৃদ্ধি এবং বাড়ির বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়া।

বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মি. শেলডন ইয়েট বলেছেন, “১৮ মাস বন্ধ রাখার পর বাংলাদেশে এখন যখন স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, তখন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে শিক্ষার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শিশুদের সাহায্য করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনো ঘাটতি রাখা উচিত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়ে আনতে বিনিয়োগ করার এখনই সময়।”

বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণ বলছে, একটি সংকটের মুহূর্তে পড়াশোনার ক্ষতি সামাল দিতে শুরুতেই ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা অনেক সাশ্রয়ী ও কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার পেছনে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে সহায়তা করবে।
মহামারিজনিত কারণে স্কুল থেকে শিশুদের, বিশেষ করে মেয়ে শিশু এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের, ঝরে পড়ার বর্ধিত ঝুঁকি সাম্প্রতিক দশকগুলোতে স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতিকে উল্টে দিতে পারে।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) হিসাব অনুযায়ী, সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এশিয়া অঞ্চলে ১ দশমিক ২৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে, যা এই অঞ্চলের ২০২০ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫.৪ শতাংশের সমান।
প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জাতিসংঘের ২০৩০ সালের এজেন্ডার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তাহলে এ ধরনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এশিয়ার দেশুগুলোকে শিক্ষা বাজেট গড়ে ১০ শতাংশ বাড়াতে হবে।
ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শিক্ষা বিষয়ক লক্ষ্য অর্জন করতে এখনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পথ তৈরি করতে হবে।

তথ্যসূত্র: ইউনিসেফ

সবজি সহ নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সারাদেশে সবজির চাহিদা যোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস স্থল দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিদিনই প্রায় ২০ থেকে ২৫ ট্রাক সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অথচ সেই মেহেরপুরেও সবজির দাম অসহনীয় ভাবে বেড়েই চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দামও।

বাড়ছে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের। এমন কোন সবজি নেই যার কেজি ৫০ টাকার কম। উৎপাদনস্থলে এমন অবস্থা তখন সারাদেশে কি অবস্থা চলছে বিভিন্ন পত্রিকা ও টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। সরকারও সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারের পণ্যমূল্যর দাম উঠা-নামা করার সম্পর্ক রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের বাজারেও দ্রুত দাম বেড়ে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে দেশের বাজারে সেই দাম সহজে আর কমে না। তখন ব্যবসায়ীরা বলেন, বেশি দামে আমদানি করা পণ্যর যোগান থাকায় দাম কমানো সম্ভব হয়না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। কঠোরভাবে এসকল সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে। জরুরিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপরই সরকারকে জোর দিতে হবে।

মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু হানিফ বলেছেন, বর্ষার কারণে এবার অনেক ফসল নামলা (পরে) হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে বাইরের চাপ মেহেরপুরের থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। বর্তমানে ক্রেতারা সরাসরি মাঠ থেকেও মাল কিনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

সবজি উৎপাদন নিয়ে কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ বলেছেন, কৃষি বিভাগের কাজ হচ্ছে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনে আমরা সফল হয়েছি। আমার চাষি তার উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাচ্ছে। সবজির যে উচ্চমূল্য তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণে আমাদের এলাকার সবজির টান পড়েছে। বর্তমানে আমাদের এখানে বাইরের ক্রেতাদের আগমন অনেক বেশি। তারা এখানকার বাজার থেকে আবার সরাসরি মাঠ থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধূমাত্র মেহেরপুর জেলায় এবছর সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ট বন্টন করতে পারলে সবজিসহ সকল পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে।

ভোট উৎসব যেন উৎসবই হয়

২য় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামি ১১ নভেম্বর। সারাদেশের ৮৪৮টি ইউনিয়নের মধ্যে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে এ ধাপে নির্বাচন হবে। ইতোমধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া শেষ হয়েছে। ৯টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৪৯ জন, সাধারণ সদস্য পদে ৩৩৩ জন এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৯৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা হওয়ার পরপরই সম্ভাব্য সকল প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাওয়া, কুশল বিনিময়, নিজের প্রার্থীতা ঘোষনা, ভোট চাওয়াসহ নির্বাচনী প্রচারণা অংশ হিসেবে যা যা করার সবই শুরু করেছেন। অধিকাংশ ইউনিয়নে ৫জনের অধিক প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে, ওয়ার্ডগুলোতে ৪জনের অধিক প্রার্থী সদস্য পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪৮১ জন প্রার্থী ১১ নভেম্বরের ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রার্থীতা যাচাই বাছাই ও প্রত্যাহারের সময় কিছু প্রার্থী কমে গেলেও ভোটযুদ্ধে থেকে যাবেন অধিকাংশ প্রার্থী।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রতি ৫বছর পরপর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে ৫

বছর পরপর তাদের পছন্দের একজনকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করার সুযোগ পান। আগামি ১১ নভেম্বর নাগরিকদের প্রত্যাশা একটাই যাতে নিরেপক্ষ ভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। ভোটের দিন যেন উৎসবের দিনে পরিণত হয়। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন যেন ভোটের উৎসবকে সত্যিকারের উৎসবে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ভোটের উৎসবে হাঙ্গা দাঙ্গামা যেন কোনভাবে সৃষ্টি না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারি রাখা। তৃণমূলের এ ভোট উৎসব যেন নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দীপনায় অংশ নিতে প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকদেরও নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগীতা করতে হবে। নাগরিক হিসেবে জনসাধারণ একটাই প্রত্যাশা করে, ভোট উৎসব যেন উৎসবই হয়।

মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থা কি জবাব দিবেন ?

৯ম বাংলাদেশ গেমসে মেহেরপুর জেলা নেই কেন? এ প্রশ্নের জবাব কে দিবেন? জেলা ক্রীড়া সংস্থা কি এ দায় এড়াতে পারবেন। প্রাণের মেহেরপুর, যে মেহেরপুর স্বাধীনতার তীর্থ স্থান। স্বাধীনতার ৫০ বছরে সূবর্ণজয়ন্তী পালন করছে জাতী।

সূবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে ৯ম বাংলাদেশ গেমস চলমান। ৯ম বাংলাদেশ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের সব জেলা অংশ নিলেও মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়নি। মেহেরপুর লেখা ব্যানারটিও মাটিতে পড়ে ছিল। মেহেদী নামের মেহেরপুরের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড় এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে ব্যানারটি নিয়ে নিজেই একটি ছবি তুলেছেন। ছবি তুলে তিনি মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষা নামের একটি ফেসবুকে আবেগঘন একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যে স্ট্যাটাস তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন গতকাল শনিবার একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। যা মেহেরপুরের ক্রীড়া কর্তাদের প্রতি বিরুপ ধারণা তৈরি হয়েছে। কেন মেহেরপুর কোন খেলায় অংশ নেয় না। জেলা ক্রীড়া

সংস্থার কর্তারা কি জবাব দিবেন। এটি কি লজ্জার নয় তাদের জন্য।

মেহেদী তার স্ট্যাটাসে বিষয়টি গুরত্বসহকারে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার এই ১৩ বছর খেলাধুলার ক্যারিয়ারে জাতীয় পর্যায়ে কোথাও খুঁজে পায়নি আমার মেহেরপুর জেলাকে। হাতে গোনা কয়েকজন আছে যারা বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। তাও আবার সে ভালো কিছু করলে নাম হয় বিকেএসপির। একমাত্র ইমরুল কায়েস ভাই কিছু করলে নাম হয় মেহেরপুর জেলার। কিন্তুু ইমরুল কায়েস ভাইকে দিয়ে আর কতদিন। আমার মেহেরপুর জেলার সকল মানি গুনি এবং খেলাধুলা প্রেমিদের কে বলবো এখনো সময় আছে সামনে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতিটা খেলার আয়োজন করুন প্রতিটা খেলার জন্য জায়গা তৈরী করুন বাদ যাবেনা একটা খেলাও। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যথলেটিকস, সাঁতার, বাস্কেটবল, ভলিবল, কাবাডি, হ্যাণ্ডবল সবগুলো খেলা থাকবে। বাংলাদেশের যে কোন খেলা হোক না কেন সবার আগে আগে থাকবে আমার মেহেরপুর জেলার নাম।

মেহেদীর সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আশা করবো যে কোন খেলায় যেন মেহেরপুর জেলা অংশ নেয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা এ বিষয়টি বিবেচনায় নিবেন। পরবর্তীতে এ লজ্জা থেকে মেহেরপুর জেলাকে রক্ষা করবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে

গেলো দশ দিনে দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে হু হু করে। গত ২২ মার্চ দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছিল ২৮০৯ জন, মৃত্যু হয়েছিল ৩০ জনের। ঠিক দশ দিন পর শনাক্ত হয়েছে ৬৪৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। গেলো ১০দিনের পরিসংখ্যান একত্রিত করলে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৪৬ হাজার ৮৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪১৫ জনের।

একইভাবে গত ২ সপ্তাহে মেহেরপুর জেলাতেও শনাক্ত হয়েছে ৪৫জন করোনা রোগী। যেখানে জানুয়ারিতে ছিল মাত্র ১৫ জন, ফেব্রয়ারিতে ছিল মাত্র ১ জন । তারপর থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত ছিল শূণ্য। জেলা

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে গত ১৩ মার্চ থেকে এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। মেহেরপুরে আক্রান্তদের অধিকাংশ সদর উপজেলার। কক্সবাজার, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরে এসে তারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে একই ভাবে এক স্থান অন্য স্থানে করোনা সংক্রমিত হচ্ছে।

গণপরিবহনে অর্ধেক আসন সংখ্যা বাস্তবায়ন করাসহ করোনা সংক্রমণের উর্ধ্বগতিতে সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮ দফা নির্দেশনা জারি করেছে। সেই নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের তাগাদাও দিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার করাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে ব্যাপারে সচেতনতা করা হচ্ছে। গণপরিবহনে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ায় জরিমানা করা হয়েছে।

তবে করোনা সংক্রমণ উর্ধ্বগতিতে বাড়লেও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনসমাগম হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পর্যটন এলাকাগুলোতে গত কয়েকদিন দেখা গিয়েছে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

সরকার গতকাল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কক্সবাজারসহ পর্যটন কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার ঘোষনা দিয়েছে, যা অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ। একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিণ্ন জনসমাগম জাতীয় অনুষ্ঠান বন্ধে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবস্থানের পুরোটা সময়ই মাস্ক পরাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা ভয়াবহ রুপ নেওয়ার আশঙ্কা

সম্পাদকীয়
করোনার ২য় ওয়েভ শুরু হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। গত কয়েকদিনে দেশে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুহার বেড়ে

যাওয়ায় এ আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নতুন করে আবারো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
ইতিমধ্যেই দেশের সকল জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন ও ইউএনওদের চিঠি দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর । চিঠিতে বিয়ে, সভা-সমাবেশ, ওয়াজ মাহফিলসহ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বা কমাতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে গত রবিবার একদিনে নতুন করে ১হাজার ১৫৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত হার বেড়ে দাড়িয়েছে ৭দশমিক ১৫ শতাংশে। শনাক্তের এ হার গত ৬৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। নতুন করে করোনা রোগী শনাক্ত বাড়ার পাশাপাশি মৃত্যুও বেড়েছে। গত রবিবার ১৮ জন মারা গেছেন। গত ৪৯ দিনের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, চলাফেরা দেখে বোঝার উপায় নেই মরনঘাতি করোনা নামক কোন রোগ এখনো বিদ্যামান। খুব সচেতন কিছু মানুষ ছাড়া কারো মুখে মাস্ক দেখা যায় না। অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার তো বালাই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। আগামি ৩০ মার্চ থেকে শিক্ষা খোলার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকলেও শিক্ষকরা অনেক অনেক শিক্ষার্থীদের একত্রিত করে কোচিং, প্রাইভেট, টিউশনি ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনই কঠোর না হলে ভয়াবহ পরিণতি হতে সময় লাগবে না। সংশ্লিষ্টদের উচিত এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অতিমারী করোনা থেকে সুরক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

কৃষি জমি রক্ষায় কঠোর হতে হবে

যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে ওঠা ও পুকুর খননের কারণে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তিরা সিন্ডিকেট তৈরি করে মাটি বিক্রি শুরু করছেন প্রকাশ্যে দিবালোকে । এসকল সিন্ডিকেট ভেঙ্গে আবাদি জমি রক্ষা করতে হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে, উপজেলায় পাঁচ বছর আগেও আবাদি

জমির পরিমাণ ছিল ২৮ হাজার ৫৬৬ হেক্টর । কিন্তু আবাদি জমি কমতে কমতে বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ১১৪ হেক্টর । অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টর জমি আবাদ অযোগ্য হয়ে পড়েছে । যার কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমনটি আশংকা করছেন কৃষি কর্মকর্তা।

সরকারি বিধি অনুযায়ী জমি শ্রেণীকরণ পরিবর্তনে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সে বিধি মানছেন না জমির মালিকরা। ফলে দেদারছে জমি কেটে পুকুর খননসহ বিভিন্ন ইটভাটায় বিক্রি করছেন ।

বালুমহাল ও জমি ব্যবস্থাপনা আইনে পুকুর খনন করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে এবং কতটুকু গভীর করে পুকুর খনন করতে হবে তারও নির্দেশনা রয়েছে। এর কোনোটিই মানছেন না জমির মালিকরা। একদিকে জমির মালিকরা আইন মানছের না অন্যদিকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারাও উদাসীন রয়েছেন।

কৃষি জমি সুরক্ষা আইন ২০১৬ তে বলা হয়েছে, যে কোন ব্যক্তি কৃষিজমি শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবেন না তবে জেলা প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবেন। আইনের ৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবে না। পরিবর্তন করলে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ তিন বছর সাজা অথবা তিন লক্ষ টাকা জরিমানা এমনকি উভয় দণ্ডও হতে পারে।

প্রচলিত আইন থাকার পরও দেদারছে মাটি বিক্রি করার ফলে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। যার ফলাফল সুখকর নয়। যতদ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনপ্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষি জমি রক্ষায় এগিয়ে আসুন।

ক্ষমতা ধরে রাখতে মামলা, এ সিণ্ডিকেট ভাঙতে হবে

পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ঠিক আগ মূহুর্তে নিজেদের লোক দিয়ে মামলা করিয়ে নির্বাচন বন্ধের ঘটনা দেশে নতুন সংস্কৃতি

না। ক্ষমতাকে ধরে রাখতে মেয়র ও চেয়ারম্যানরা নিজেরায় কখনো সীমানা জটিলতা, কখনো অন্য সমস্যা দেখিয়ে মামলা করে ক্ষমতায় বসে থাকেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ক্ষমতায় বসাবেন এটাই হয়ে থাকে। কিন্তু দেশে এ ধরণের ভোট বন্ধ করার জন্য একটি সিণ্ডিকেট রয়েছে। প্রতি নির্বাচনের সময় খোঁজ পাওয়া যায় অনেকগুলো পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হচ্ছে না।

আগামী এপ্রিলের মধ্যে দেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা গুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । পৌরসভা আইন অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তবে মামলা না থাকলেও ২০১৬ সালের ২ এপ্রিল মেয়াদ শেষ হয়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। সম্প্রতি ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ইসিকে পত্র দিয়েছে। মেহেরপুরের সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১১ সালে। সেখানেও সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় নির্বাচন হয়নি। একই জটিলতায় মেহেরপুর পৌরসভাতেও নির্বাচন বন্ধ ছিল। তবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফলে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, বতর্মানে দেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯। এর মধ্যে নির্বাচন-উপযোগী পৌরসভার সংখ্যা ২৯১। আগামী বছরের মার্চের মধ্যে নির্বাচন হবে ২৩৫ পৌরসভায় এবং এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন হবে ৫৬ পৌরসভায়। কিন্তু সীমানা জটিলতা ও মামলার কারণে নির্বাচন আটকে আছে ৩৮ পৌরসভায়।

‘আদালতের স্টে অর্ডার থাকলে নির্বাচন করা সম্ভব না’ বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার। তাহলে ঐ ৩৮টি পৌরসভায় কবে নির্বাচন হবে কেউ বলতে পারবে না। যেদিন আদালত নির্বাচন করতে বাধা নেই বলে আদেশ দেবে তারপরই সম্ভব নির্বাচনের আয়োজন করা।
নির্বাচন বন্ধে এ সকল সিণ্ডিকেটকে ভাঙতে হবে। ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যারা বাঁধাগ্রস্থ করে তাদের চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে ভ’মিকা রাখতে হবে।